স্টুল পরীক্ষার দুই কাইনী

আমি এম ফিল ভর্তি হবার পুর্বে জানুয়ারি ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত এই দেড় বছর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক ছিলাম। তখন নিজের ল্যাবরেটরি ছিল না। একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার মালিকানায় চরপারায় একটি প্রাইভেট প্যাথলজি ল্যাবরেটরিতে আমি রিপোর্ট করতাম। পাশের চেম্বারে মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান প্রাক্টিস করতেন। তার রেফার্ড করা অধিকাংশ পরীক্ষাই আমি করতাম। তিনি অনেক রুগীর স্টুল (মল) পরীক্ষা করাতেন। আমি বলতাম
- আপনি এত স্টুল পরীক্ষা করান কেন, স্যার?
- তাতে আপনার কি সমস্যা? আপনার ইনকাম তো তাতে বেশী হয়।
- না, মানে, অনেক রুগীর দেখা যাচ্ছে পায়খানা অত্যন্ত কষা। অথচ আপনি তাকে এডভাইস করেছেন পরীক্ষা করার জন্য। তাতে অনেকে এখানে পায়খানা করতে না পেরে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে যায়। মনে করে যে পায়খানাই পরীক্ষা করাতে পারলাম না, চিকিৎসা দিবে কিভাবে।
- আপনাকে দিয়ে পায়খানা পরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য হলো রুগীর পায়খানা হয় কি না। ল্যাবে এসে পায়খানা হলে তো রুগী ভাল!

ল্যাবের মালিক খুব সচেতন। একটি রুগীও যেন পরীক্ষা না করে চলে না যায়। সহকারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে রুগী চলে গেলে খবর আছে। সহকারীরাও চালাক কম না। পায়খানা কষা রুগীদের ব্যাবস্থা দেন গ্লিসারিন সাপোজিটরী। পায়খানা করতেই হবে। তাতে আমার কি? আমি কাজ পেলেই হল।

একদিন সন্ধায় এক রুগী বললেন
- লেট্রিনের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- কেন?
- লেট্রিনের সামনে লাইন পরে গেছে।

আমি গিয়ে দেখি লেট্রিনের দরজায় সামনে লেট্রিনের দিকে ঘুরে এক গ্রাম্য মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম
-দড়জায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভিতরে ঢুকুন।
- পায়খানা তো ধরতাছে না।
- আপনার পায়খানা কেমন?
- আমরা গ্রামে থাকি, গরীব মানুষ। কেমন আর অইব, তিন মুরা হোলার বেড়া, সামনে চটের দরজা।
- তার মানে তিন দিকে শোলার বেড়া, সামনে চট। আমি সেই পায়খানার কথা বলিনি আপনার পেটের পায়খানা কি কষা না নরম?
- এবা, আমার পায়খানা কষা, লোয়ার মত শক্ত।
- আপনি পরে আসুন।
- তাইলে ঐডা কি করাম?
দেখলাম লেট্রিনের দরজার মাঝখানে একটা গ্লিসারিন সাপোজিটরি রাখা আছে।
- এটা কে রাখল?
- আমি রাখছি।
- কেন?
-আপনেগ লোকে কইল "এইডা পায়খানার দরজায় দিয়া কিছুক্ষণ দাড়াইয়া থাকলে পায়খানা ধরব। সেই কখন থাইকা খাড়াই আছি, পায়খানা ধরতাছে না। আমি কি করাম।
- এইটা পায়খানার রাস্তা দিয়া দিতে হবে।
- হেই রাস্তা কোন দিকে?

তারপরের ঘটনা ভাল মনে নেই। তাই আর বলতে পারলাম না।

যে কোন সেম্পলে অসাভাবিক কিছু থাকলে সহকারীদেরকে আমার নির্দেশ দেয়া ছিল যেন আমাকে দেখানো হয়। সহকারী একদিন একটা স্টুল সেম্পল দেখাল। দেখলাম ওতে কোন স্টুল নেই। আছে শুধু টাটকা রক্ত। আমি

রুগীকে ডেকে জিগালাম
-আপনার পায়খানার সাথে সব সময় রক্ত আসে?
- না, কখনো আসে না।
- এতো দেখছি টাটকা রক্ত।
- রক্ত আসবে না মানে, আপনাদের দেয়া কাঠি মশৃন না। ওটা পায়খানার রাস্তায় ঢুকাতে আমার অনেক কস্ট হয়েছে।
- আপনি কি করেন?
- কলেজে পড়ি।
-কাঠি পায়খনার রাস্তায় ঢুকায়েছেন কেন?
-আপনার লোক বলল "এই কাঠি দিয়ে একটু পায়খানা নিয়ে এই পটে নিয়ে আসুন"। অনেক গুঁতাগুঁতি করেও পায়খানা আনতে পারি নি, এসেছে শুধুই রক্ত।

তারপরের ঘটনা ভাল মত মনে করতে পারছি না।
=====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১৮/৬/২০১৭